জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ২০২০

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে রাজস্ব বাড়বে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

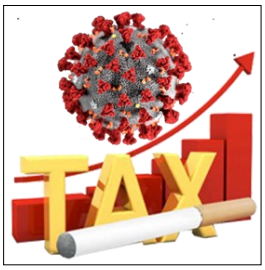

বর্তমানে কার্যকর জটিল ও বহুস্তরভিত্তিক তামাক কর কাঠামোর পরিবর্তে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বাড়বে বলে মনে করছেন তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞরা। এজন্য নিম্ন স্তরের সিগারেটের সহজলভ্যতা কমিয়ে, বিড়ির দাম যথেষ্ট বাড়ানোর পাশাপাশি নিম্ন স্তরের সিগারেটের মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে। একইসঙ্গে ধোঁয়াহীন তামাক পণ্যের ওপর কর নীতির প্রয়োগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার মাধ্যমে এ রাজস্ব পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তারা।

প্রস্তাব অনুসারে কর কাঠামো পরিবর্তনের প্রভাবে সর্বনিম্ন চার হাজার ১০০ কোটি টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞতা মত দিয়েছেন। শুধু অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি নয়, এতে তামাকের ব্যবহারও কমবে। ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ ও তামাক-কর নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে তামাক কোম্পানি লাভবান হচ্ছে। মূল্যের ওপর শতকরা হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের কারণেই এভাবে লাভবান হচ্ছে তারা। তাই আসন্ন বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর প্রচলিত কর ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সম্পূরক শুল্কের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট করারোপের প্রস্তাব করেছে দেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। ... বিস্তারিত

সিগারেটে সর্বোচ্চ কর বাড়াচ্ছে নিউজার্সি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক পণ্য নিরুৎসাহী করতে এবং রাষ্ট্রীয় আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে সিগারেটে সর্বোচ্চ কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সি। আসন্ন বাজেট উপলক্ষ্যে প্রতি প্যাকেট সিগারেটে ৪ দশমিক ৩৫ মার্কিন ডলার বা ২০৮ টাকা কর আরোপের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। নিউজার্সির গভর্নর ফিলিপ ডি. মার্ফে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি প্যাকেট ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ১৪ গুণ বেশি। এমনিতেই বাংলাদেশে প্রতিরোধ যোগ্য মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ তামাক ব্যবহার। তামাক ব্যবহার জনিত নানা রোগের পাশাপাশি ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের এই ঝুঁকি আমাদের একটি নতুন চ্যালেঞ্জের ...বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- কর কাঠামো পরিবর্তন হলে রাজস্ব বাড়বে ১০ হাজার কোটি টাকা
- তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ ও তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি
- সিগারেটে সর্বোচ্চ কর বাড়াচ্ছে নিউজার্সি
- ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য তামাক কর প্রস্তাব
- বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক প্রভাব
- করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব
- আয়ারল্যান্ডে মেন্থল সিগারেট ও হাতে মোড়ানো তামাক পণ্য নিষিদ্ধ
- জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট করারোপই সমাধান

অর্থনীতিবিদ ও তামাক কর বিশেষজ্ঞদের তৈরি

আসন্ন অর্থবছরের জন্য তামাক কর প্রস্তাব

সিগারেট : প্রস্তাবিত মূল্য ও কর (প্রতি ১০ শলাকা)

মূল্যস্তর চারটি থেকে কমিয়ে দুইটি নির্ধারণ করে নিম্নোক্ত হারে করারোপ

নিম্ন স্তর: খুচরা মূল্য ৬৫ টাকা; ৫০% সম্পুরক শুল্ক ও ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক

উচ্চ স্তর: খুচরা মূল্য ১২৫ টাকা; ৫০% সম্পূরক শুল্ক ও ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ...বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।

ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল
আদিবা কারিন

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ২০২০

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক প্রভাব

ড. নিগার নার্গিস

সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি 'দ্য ইকোনমিক কস্ট অফ টোবাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ : অ্যা হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের এই গবেষণাটিতে 'আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি'র 'গ্লোবাল ক্যান্সার কন্ট্রোল ও ইকোনমিক অ্যান্ড হেলথ পলিসি রিসার্চ ইউনিট' এবং ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

এই গবেষণায় পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, তামাক ব্যবহারের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, যা সে বছরের মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ। একই বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত রোগে ভুগছিলেন এবং প্রায় ৬১ হাজার শিশু পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শে আসার কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তামাক ব্যবহারের কারণে স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, যার ৭৬ শতাংশের খরচ মিটিয়েছে তামাক ব্যবহারকারীর পরিবার আর ২৪ শতাংশ খরচ এসেছে জনস্বাস্থ্য খাতের বাজেট থেকে। যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৯ শতাংশ।

এছাড়াও, বিভিন্ন তামাক ব্যবহারজনিত অসুস্থতা এবং এর কারণে ঘটে যাওয়া অকালমৃত্যুর ফলে বার্ষিক উৎপাদনশীলতা হ্রাসের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা (৩.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা সে বছরের মোট জিডিপির ১.৪ শতাংশের সমান। ... বিস্তারিত

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দেশে করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ২০২০ -২১ অর্থবছরের বাজেটে তামাকের কর ও দাম বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুতকৃত একটি কর-প্রস্তাব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করেছে অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা)। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, দ্য ইউনিয়ন, টোব্যাকো ফ্রি কিডস, আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস, টোব্যাকোনোমিক্স এর পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তামাক-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের জন্য এই কর প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করে।

গত ২৯ মার্চ ইমেইলের মাধ্যমে আত্মা এই প্রস্তাটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করে। প্রস্তাবে সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি প্রবর্তন, সিগারেটের মূল্য স্তর চারটি থেকে কমিয়ে দুটি নির্ধারণ, তামাক পণ্যের দাম ও আরোপিত করের পরিমাণসহ নানা সুপারিশ করা হয়েছে। ... বিস্তারিত

আয়ারল্যান্ডে মেন্থল সিগারেট ও হাতে মোড়ানো তামাক পণ্য নিষিদ্ধ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ইউরোপের দেশ আয়ারল্যান্ড জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনায় নিয়ে এবং তরুণদের তামাক পণ্য থেকে দূরে রাখতে সবধরনের মেন্থল সিগারেট এবং হাতে মোড়ানো তামাক পণ্য (বিড়ি সাদৃস্ত্র) বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে এক সিগারেটে দুই স্বাদ নেয়া অর্থাৎ ডুয়েল সিগারেটও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত ২০ মে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে।

ইতোমধ্যে ইউরোপের অনেক দেশে হাতে মোড়ানো সিগারেটের ছোট প্যাকেট বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইসঙ্গে ১০ শলাকা বিশিষ্ট সিগারেটের প্যাকেটও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ... বিস্তারিত

কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকজাত দ্রব্যের সুনির্দিষ্ট করারোপ

ইব্রাহীম খলিল

ঘানা, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া ও পানামা পৃথিবীর সবচেয়ে কম ধূমপায়ী দেশ। যারা অর্থনৈতিকভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেও তামাক নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ পরিকর। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এসব দেশের সরকারের কঠোর ও কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ করছে। পাশাপাশি তামাক পণ্যে উচ্চহারে কর আরোপ করেছে। এসব দেশে যারা ধূমপান করে তাদের অত্যন্ত উচ্চ দাম দিয়ে তামাকপণ্য সংগ্রহ করতে হয়। একইসঙ্গে ধূমপানে আসক্তি তৈরির আগেই তরুণরা উচ্চ মূল্যের কারণে ধূমপানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে ক্রমাগত মানুষের অনাগ্রহের কারণে তামাকজাত কোম্পানিগুলো এসব দেশ থেকে আস্তে আস্তে নিজেরদেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। একই চিত্র ইউরোপের দেশ ফ্রান্সেও লক্ষ্যণীয়। ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ২০২০

তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব

দ্বিতীয় পাতার পর

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট কর পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে ছয় লাখ মানুষের অকালমৃত্যু রোধ হবে এবং ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব অর্জিত হবে, যা সরকার করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত সংকট মোকাবিলায় ব্যবহার করতে পারবে। জাতীয় বাজেট প্রণয়নে বিবেচনার জন্য তামাকজাত পণ্যে করারোপের বিষয়ে যেসব প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো—

১. সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা চারটি থেকে দুটিতে (নিম্ন এবং প্রিমিয়াম) নামিয়ে আনা।

এক্ষেত্রে ক.৩৭+ টাকা এবং ৬৩+ টাকা—এই দুটি মূল্যস্তর একত্র করে নিম্নস্তরে নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ৬৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। খ.৯৩+ টাকা ও ১২৩+ টাকা এই দুটি মূল্যস্তরকে একত্র করে প্রিমিয়াম স্তরে নিয়ে আসা; প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১২৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

২. বিড়ির ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার মূল্য বিভাজন তুলে দেওয়া

ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

৩. ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের (জর্দা ও গুল) মূল্য বৃদ্ধি করা

প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; প্রতি ১০ গ্রাম জর্দা ও গুলের ওপর যথাক্রমে ৫.৭১ টাকা এবং ৩.৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

এ ছাড়া তামাক পণ্যের খুচরা মূল্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট বহাল থাকবে। এই তামাক-কর ও মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে প্রায় ২০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবেন, দীর্ঘ মেয়াদে ৬ লাখ বর্তমান ধূমপায়ীর অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে এবং সরকারের প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে, যা দিয়ে সরকার করোনাভাইরাস-সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ব্যবহার করতে পারবে।

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, ধূমপায়ীদের ঝুঁকি করোনায় বেশি। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লাখ মানুষ ধূমপান করে। প্রায় ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ নিজ বাড়িতেই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসির তথ্য মতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাকের ক্ষতির শিকার এই বিপুল জনগোষ্ঠী বর্তমানে মারাত্মকভাবে করোনাভাইরাসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তামাকের সহজলভ্যতাই এর প্রধান কারণ। স্বল্প দামে তামাকজাত পণ্য কেনার সুযোগ এবং ত্রুটিপূর্ণ কর কাঠামো বিশেষ করে সিগারেটে চারটি মূল্যস্তর থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্য পদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করছে না। তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী তামাক ছাড়তে উৎসাহী হয়।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি দেশে একটি কার্যকর একটি কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি তামাক-কর নীতমাল প্রণয়নেরও দাবি জানিয়েছেন তারা।

গত ১৬ মার্চ সোমবার বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর (বিইআর) কনফারেন্স হলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত তামাক কর নীতিমালা প্রস্তাবনা বিষয়ক এক মত বিনিময় সভায় তারা এ দাবি জানান। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দ্য ইউনিয়নের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এ সভার আয়োজন করে।

সভায় বক্তারা বলেন, সরকার প্রতি বছর তামাক খাত থেকে ২২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেলেও তামাকজনিত রোগের কারণে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হচ্ছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। সঙ্গে প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করছে প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ। করারোপের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে এই মৃত্যুর হার কমানোর পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়ানো সম্ভব।

তারা আরো বলেন, বর্তমানে প্রায় ২৬ শতাংশ নারী ধোঁয়াহীন তামাক ব্যবহার করছে। যেটা খুবই উদ্বেগজনক। ফলে ২০ গ্রামের নিচে কোনো গুল-জর্দা প্যাকেটজাতের অনুমোদন দেয়া যাবে না। একইসঙ্গে ২০ শলাকার নিচে কোনো সিগারেটের প্যাকেট তৈরির অনুমোদন না দেয়ার পাশাপাশি এসব দ্রব্যের খুচরা বিক্রিও বন্ধ করতে হবে। দেশকে তামাক মুক্ত করতে তামাক পণ্যের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানিতে শূন্য শতাংশ শুল্কারোপ পদ্ধতি বাতিল করতে হবে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত দেশ গড়তে একটি সুনির্দষ্ট তামাক করনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অধ্যাপক ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের অধ্যাপক ড. জাহিদুল কাইয়ুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক, দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, স্টেট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব হেলথ সাইন্সের ডিন অধ্যাপক ড. নওজিয়া ইয়াসমিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া মত বিনিময় সভায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ তামাক কর বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। এসময় সভায় তামাক কর নীতিমালার একটি খসড়া তুলে ধরে উপস্থিত বিশেষজ্ঞদের মতামত নেন ড. রুমানা হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিইআরের তামাক কর প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ২০২০

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের দেশে পূর্বের বছরগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণের এফসিটিসি স্বীকৃত সব পদ্ধতি যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হতো তাহলে করোনার এই চ্যালেঞ্জ এত বড় হয়ে দেখা দিতো না।

তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি হলো তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে ও এর ওপর উচ্চ হারে করারোপ করে এই ক্ষতিকর পণ্যটিকে সাধারণ মানুষের ক্রয় সামর্থের বাইরে নেয়া। কিন্তু বাংলাদেশে বিড়ি-সিগারেটের মূল্য তুলনামূলকভাবে আবশ্যক প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর চেয়ে সস্তা। বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধি পর্যালোচনা করে দেখা যায় দেশে অনেক আবশ্যক পণ্যের তুলনায় সিগারেটের দাম তেমনভাবে বাড়েনি। সেকেন্ডারি উপাত্ত নিয়ে পরিচালিতি একটি গবেষণায় দেখা যায়, বিগত ১০ বছরে চাউল ও ডিমের তুলনায় সিগারেটের দাম কম বেড়েছে। আবার, মানুষের মাথাপিছু আয় নিয়মিত হারে বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে মানুষের ক্রয় সামর্থ।

বাংলাদেশে খাদ্য সামগ্রীর দাম কখনো-সখনো নিম্ন আয়ে মানুষের সামর্থের বাইরে গেলেও তামাক সামগ্রীর দাম মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যেই থেকেছে সবসময়। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তুলনায় সিগারেটের দাম অধিক হারে না বাড়ায় এবং সিগারেটের দাম বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় এটি সব পর্যায়ের মানুষের কাছে আরো সহজলভ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু উন্নত বিশ্বের সাধারণ চর্চা হলো তামাকজাত পণ্যের দাম অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যের তুলনায় অধিক হারে বাড়ানো, যাতে তামাক ব্যবহারে মানুষ নিরুৎসাহিত হয়। ফলে বাংলাদেশের অবস্থাও আশানুরূপ পরিবর্তন হয়নি। তাই বাংলাদেশে তামাক পণ্যের ওপর করারোপে চর্চিত পদ্ধতির সংস্কার এখন সময়ের দাবী। তামাক পণ্যের করারোপে প্রচলিত ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্তকরে উচ্চহারে সম্পুরক শুল্কের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করতে হবে। অধিক হারে দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার মাধমে আমরা উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক প্রভাব

দ্বিতীয় পাতার পর

২০১৮ সালের দামের হিসেবে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে তামাক খাতের মোট অবদান ছিলো ২২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা (in terms of household final consumption expenditure, private and public domestic investment and net export-পণ্য বিক্রি, সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ ও রপ্তানী অনুসারে) । যা এই খাতে অর্থনৈতিক ব্যয়, ৩০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার চেয়ে ৭ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা কম। অর্থাৎ, তামাক বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ।

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের বার্ষিক অর্থনৈতিক ব্যয় ২০০৪ সালের তুলনায় এখন প্রায় দ্বিগুণ। তামাকের কারণে যেসব ব্যয় হয়, তার ৮৩ শতাংশের কারণ হলো উৎপাদনশীলতা হ্রাস। আর বাকি অংশ ব্যয় হয় স্বাস্থ্যসেবা খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায়। বাংলাদেশের মত দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে এই ব্যয়ের পরিমান সময়ের সাথে আরো বাড়বে। একইসঙ্গে যেসব পরিবার তামাক ব্যবহারের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাদের উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। এই মুহূর্তে সরকারের জন্য একটি অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ হলো তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা কমানোর জন্য কাজ করা। যাতে দেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

এই গবেষণাতে আরো উঠে এসেছে, তামাকের কারণে সৃষ্ট মোট খরচের ১৪ শতাংশের জন্যই দায়ী পরোক্ষ ধূমপান। অর্থনীতির ভাষায়, 'নেগেটিভ এক্সটারনালিটি', যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কোন একটি কাজ বা আচরণের ফলে অন্য কেউ পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ থেকে বোঝা যায়, ধূমপায়ীরা কীভাবে পরোক্ষ ধূমপানের মাধ্যমে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে শিশুদের) ওপর কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় তামাক নিয়ন্ত্রণ সরকারের আবশ্যক কাজগুলোর একটি।

মূলত রাজস্ব আয় হলো সরকারি স্বাস্থ্যসেবার সকল খরচের উৎস, যা দেশের করদাতা জনগণ (তামাক ব্যবহার করেন বা করেন না উভয়েই) বহন করে থাকেন। স্বাস্থ্যখাতে মোট সরকারি ব্যয়ের ৯ শতাংশই তামাক সম্পর্কিত রোগের পেছনে খরচ হওয়ার বিষয়টি 'মার্কেট ফেইলিয়ার' সর্বোপরি পরোক্ষ ধূমপানজনিত ক্ষতির কারণে 'নেগেটিভ এক্সটারনালিটি'র উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে করারোপের মাধ্যমে এর দাম বাড়াতে সরকারকে তড়িৎ পদক্ষেপ নিতে হবে।

যদিও এই গবেষণাতে তামাকজনিত রোগের কারণে স্বাস্থ্যখাতে সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যয় ও উৎপাদনশীলতা হ্রাসের কারণে হওয়া পরোক্ষ ব্যয়ের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তারপরও তামাক চাষের ফলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতির পেছনে সরকারের ব্যয়, তামাক চাষের কারণে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাওয়া এবং এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা; ধূমপান থেকে সৃষ্ট অগ্নি দুর্ঘটনা; তামাক চাষ, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও সিগারেটের অবশিষ্টাংশ যত্রতত্র ফেলার কারণে পরিবেশ দূষণের মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসেনি। এগুলোর পেছনে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করা হলে, তামাক খাতে ক্ষতির মোট পরিমাণ আরো অনেক বেশি হতো।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৪ সালে ডব্লিউএইচও ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ট্যোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এ সাক্ষর করা এবং ২০০৫ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস ও আইনের সংশোধন করার পরেও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিগত অগ্রগতি অত্যন্ত সীমিত। তামাক ব্যবহারের হার কমে আসা সত্ত্বেও, মাননীয় প্রধাণমন্ত্রীর অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করণের লক্ষ্য অর্জস সম্ভব নয় হলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এই লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে, ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল এর গাইডলাইন অনুসারে আরো কঠিনভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবে, বিশেষ করে দেশের যুবসমাজ, যারা পরবর্তী সময়ে ধূমপায়ী হয়ে উঠতে পারে, তাদের নিয়ে আরো বেশি কাজ করতে হবে।

জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) এ দারিদ্র্য বিমোচন, অসংক্রামক রোগের কারণে মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা এবং অসুস্থতার কারণে সৃষ্ট অপুষ্টির কারণে আর্থিক ক্ষতির বিপরীতে ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ নিশ্চিত করা- এর পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য সরাসরি জড়িত। তামাক ব্যবহার বন্ধ করা গেলে তামাকজনিত কারণে মৃত্যু ও রোগের পরিমাণ এবং পরোক্ষ ধূমপানজনিত ক্ষতির হার ব্যাপকহারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, একইসাথে তা ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যগুলো অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ড. নিগার নার্গিস, যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির সায়েন্টিফিক ডিরেক্টর। 'দ্য ইকোনোমিক কস্ট অব টোবাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ : অ্যা হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণার ভূমিকা/এক্সিকিউটিভ সামারি থেকে অনুবাদ করেছেন, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এর গবেষণা সহকারী, আদিবা কারিন।

পুরো রিপোর্টটি পাওয়া যাবে এখানে

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ২০২০

রাজস্ব বাড়বে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা

প্রথম পাতার পর

সেজন্য আগামী বাজেটে তামাকের কর কাঠামো পরিবর্তনের জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের পক্ষ থেকে এই সুপারিশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সিগারেটের ওপর করারোপের ক্ষেত্রে বর্তমানে বহুস্তরবিশিষ্ট অ্যাডভ্যালোরেম (মূল্যের শতকরা হার) প্রথা কার্যকর রয়েছে, যা বিশ্বের মাত্র পাঁচ-ছয়টি দেশে চালু আছে। এছাড়া তামাকপণ্যের ধরন (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা ও গুল), তামাকপণ্যের বৈশিষ্ট্য (ফিল্টার-ননফিল্টার বিড়ি) এবং সিগারেটের ব্র্যান্ডভেদে (চারটি মূল্যস্তর) ভিত্তিমূল্য ও করহারে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একাধিক মূল্যস্তর ও বিভিন্ন দামে তামাকপণ্য কেনার সুযোগ থাকায় তামাকের ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্য পদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করে না। কর পদক্ষেপের কারণে একটি মূল্যস্তরে তামাকপণ্যের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোনো পরিবর্তন ঘটলে সে তার পছন্দ বা সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর করতে পারে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তার রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য মূল্যস্তরের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরিত কর প্রস্তাবে আগামী বাজেটে সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে কমিয়ে দুটি করার প্রস্তাব করা হয়। যাতে বলা হয়, বর্তমানে সিগারেটে নিম্ন, মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম এ চারটি স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ করারোপের পরও সিগারেটের মূল্য কম হওয়ায় সরকার কাঙ্খিত রাজস্ব পাচ্ছে না। বাজেটে করারোপের ক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যম স্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তর (নিম্নস্তর) এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে আরেকটি মূল্যস্তরে (প্রিমিয়াম স্তর) করার সুপারিশ করা হয়। নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য হবে ন্যূনতম ৬৫ টাকা, সঙ্গে ৫০ শতাংশ হবে সম্পূরক শুল্ক ও সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ১০ টাকা।

আর প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১২৫ টাকা, সঙ্গে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কারোপ করা। আর বিড়ির ক্ষেত্রে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ছয় দশমিক ৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কারোপ করা। এছাড়া ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও পাঁচ দশমিক ৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কারোপের প্রস্তাব করা হয়।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের (জর্দা ও গুল) ক্ষেত্রে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্কারোপ করা। প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার ওপর পাঁচ দশমিক ৭১ টাকা ও প্রতি ১০ গ্রাম গুলের ওপর তিন দশমিক ৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কারোপ আর সব তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়। তামাকের কর কাঠামোতে যাতে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, তামাকের দাম বেশি হলে তরুণ জনগোষ্ঠী তামাক ব্যবহার শুরু করতে নিরুৎসাহিত হয় এবং বর্তমান ব্যবহারকারীরাও তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হয়। আগামী বাজেটে প্রস্তাবিত তামাককর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে সিগারেটের ব্যবহার ১৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ১১ দশমিক ৯ শতাংশ হয়ে যাবে। বিড়ির ব্যবহার পাঁচ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে তিন দশমিক তিন শতাংশ হবে, যা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের পথ সুগম হবে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে ছয় লাখ বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে। অপরদিকে, বর্তমানে তামাক থেকে রাজস্ব আদায় বছরে সর্বনিম্ন চার হাজার ১০০ কোটি থেকে সর্বোচ্চ ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে। এ অতিরিক্ত রাজস্ব তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস, অকাল মৃত্যু রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকার ব্যয় করতে পারবে।

বর্তমান তামাক কর কাঠামো অনুযায়ী উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ কার্যকর রয়েছে। শুধু মূল্য পরিবর্তনের মাধ্যমে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৬৩, ৯৩ ও ১২৩ টাকা। এতে সিগারেট কোম্পানিগুলোকে ৩১ শতাংশ পর্যন্ত আয় বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ এ তামাক কর কাঠমোর কারণে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা লাভ করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এছাড়া ধোঁয়াহীন তামাকজাতদ্রব্যের অধিকাংশ কোম্পানির কোনো তথ্য এনবিআরের কাছে না থাকায় তারাও সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে লাভবান হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশের ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক বলেন, বাজেটে করারোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি জনগণের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সরকার প্রতিবছর তামাক থেকে রাজস্ব আদায় করে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা। আর তামাকজনিত কারণে চিকিৎসা ব্যয় হয় ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি। কর বাড়িয়ে দাম বাড়ালে রাজস্ব বাড়বে; সঙ্গে চিকিৎসা ব্যয় কমবে বলে মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেড়েছে ১১ দশমিক ছয় শতাংশ। অথচ সর্বশেষ বাজেটে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশ দখলে থাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র পাঁচ দশমিক সাত শতাংশ। ফলে এ স্তরের সিগারেটের প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হবে না এবং একই সঙ্গে ধূমপান শুরু করতে পারে এমন তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। তামাক নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বাজেটে তামাকের কর কাঠামো পরিবর্তন ও দাম বাড়ানো জরুরি।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) রিসার্চ ডিরেক্টর ড. মাহফুজ কবীর বলেন, দেশে সিগারেটের দাম বিশ্বের তুলনায় কম। ফলে রাজস্ব বাড়ানোর সঙ্গে দামও বাড়াতে হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরও কেন তামাককর নীতি হচ্ছে না, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি।

সূত্র : শেয়ার বিজ

প্রথম পাতায় ফিরে যান

আয়ারল্যান্ডে মেন্থল সিগারেট

দ্বিতীয় পাতার পর

এদিকে মেন্থল সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত হুমকি বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণায় আরো দেখা গেছে, মেন্থলের কারণে ধূমপায়ীদের রক্তে নিকোটিনের মাত্রা অনেক বেশি পাওয়া গেছে। ফলে তারা সিগারেট ছাড়ার চেয়ে অন্যান্য মাদকে আসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

আয়ারল্যান্ডের রয়্যাল কলেজের ফিজিশিয়ান ও পলিসি গ্রুপ অন টোব্যাকো'র পার্সন অধ্যাপক ডেস কক্স সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, নতুন ধূমপায়ীদেরকে মেন্থল ধূমপান তাড়িত করে। এটা তরুণদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।ফলে এটা জনস্বাস্থ্যের বিবেচনায় দারুণ একটি সিদ্ধান্ত।

সূত্র : ইউরো নিউজ

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net
বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, এপ্রিল ২০২০

সিগারেটে সর্বোচ্চ কর বাড়াচ্ছে নিউজার্সি

প্রথম পাতার পর

সিগারেটে ১ দশমিক ৬৫ ডলার কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন। ফলে এটা যদি পাস হয় তাহলে প্রতি প্যাকেট সিগারেটে শুল্ক হবে ৪ দশমিক ৩৫ মার্কিন ডলার। একইসঙ্গে এরই মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে সিগারেটে অন্যতম সর্বোচ্চ কর আরোপের রাজ্যের খাতায় নাম লেখাবে নিউজার্সি। শুধু তাই নয়, এর পর থেকে ধূমপায়ীদেরকে রাজ্যকে সিগারেটের বিক্রয় করও দিতে হবে।

খবরে বলা হয়েছে, নিউজার্সি যদি অতিরিক্ত এ কর থেকে প্রতি বছর অতিরিক্ত ২১ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার আয় করবে। দেশটিতে সবচেয়ে কম শুল্কারোপ পদ্ধতি চালু রয়েছে মিসৌরি অঙ্গরাজ্যে। সেখানে প্রতি প্যাকেট সিগারেটে মাত্র ১৭ সেন্ট শুল্কারোপ করা হয়।

রাজ্যটিতে সর্ব প্রথম ২০০৯ সালে সিগারেটে কর আরোপ করা হয়। তারপর ক্ষতিকর পণ্য বিবেচনায় এবং ভোক্তাদের নাগালের বাইরে রাখতে ধাপে ধাপে সিগারেট শুল্কারোপ করা হয়েছে। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ধূমপানের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফলে দেশটিতে ২১ বছর বয়সের নিচে কেউ ধূমপান করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, দেশটি সম্প্রতি ই-সিগারেট ও ভ্যাপিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

নিউজার্সির স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য মতে, ২০১৮ সালে রাজ্যটির মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ মানুষ ধূমপায়ী। যেটা ২০১১ সালে ছিলো ১৭ শতাংশ। তবে দেশটির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের তথ্য মতে, ২০১৮ সালে রাজ্যটির মোট ধূমপায়ীর সংখ্য ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। যেটা ২০০৫ সালে ছিলো ২১ শতাংশে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৪ লাখ ৮০ হাজার মানুষ ধূমপান জনিত রোগে মৃত্যু বরণ করে।

সূত্র : দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

প্রথম পাতায় ফিরে যান

২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য তামাক কর প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

বিড়ি : প্রস্তাবিত মূল্য ও কর

ফিল্টার ছাড়া ২৫ শলাকা: খুচরা মূল্য ৪০ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক

ফিল্টারসহ ২০ শলাকা: খুচরা মূল্য ৩২ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক

ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য (জর্দা ও গুল) : প্রস্তাবিত মূল্য ও কর

জর্দা, প্রতি ১০ গ্রাম: খুচরা মূল্য ৪১ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৭১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক

গুল, প্রতি ১০ গ্রাম: খুচরা মূল্য ২৩ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৩.৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক

সকল তামাক পণ্যের খুচরা মূল্যে ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বহাল থাকবে।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সব ধরনের তামাকে

দ্বিতীয় পাতার পর

আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখবো সেখানে এক প্যাকেট সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩০০০ টাকা। চলতি বছরেই দেশটিতে সিগারেটের দাম বাড়নো হয়েছে অন্তত ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। ফলে গড়ে প্রতি প্যাকেট সিগারেটের জন্য অজিদের ব্যয় করতে হচ্ছে অন্তত ৫০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার। প্রশ্ন জাগতে পারে এতো উচ্চ মূল্য বৃদ্ধি অস্ট্রেলিয়ার সাফল্য কী? এর সহজ উত্তর হলো অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটির ধূমপানের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৯৫ সালে দেশটিতে ধূমপানের হার ছিল ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যা ২০১৭-১৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ। আর এর প্রধান কারণই হলো তামাক পণ্যে উচ্চ করারোপ বাস্তবায়ন।

অন্যদিকে জনসংখ্যা হারে সবচেয়ে বেশি ধূমপায়ী দেশ কিরিবাতি, মন্টেনিগ্রো, গ্রিস, পূর্ব তৈমুর ও রাশিয়া। ধূমপান রোধে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর সঙ্গে এসব দেশের পার্থক্য করলে দেখা যায় এসব দেশে সিগারেট অত্যন্ত সহজলভ্য এবং অত্যন্ত সস্তা। ফলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ দ্রুত এসব মরণব্যাধি ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে বাংলাদেশও এসব দেশের কাতারে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে প্রায় এক লাখ ৬১ হাজার মানুষের। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের (গ্যাটস) ২০১৭ সালের তথ্যানুযায়ী, দেশে ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। এদের মধ্যে ধূমপায়ী ১৮ শতাংশ (এক কোটি ৯২ লাখ) এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ২০ দশমিক ছয় শতাংশ (দুই কোটি ২০ লাখ)। শহরের জনগোষ্ঠীর (২৯ দশমিক ৯ শতাংশ) তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর (৩৭ দশমিক এক শতাংশ) মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি।

এসব পরিসংখ্যানের পেছনের বাস্তবতা হলো সিগারেট ও তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা ও কম দাম। ৩৫-৪০ টাকা দিয়ে দেখা যায়, এক প্যাকেট সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। বেনসন সিগারেট উন্নত বিশ্বে সংগ্রহ করতে যেখানে খরচ করতে হয় ১৪-১৫ ডলার, সেখানে আমাদের দেশে সেটি পাওয়া যায় ২৩৫-২৪০ টাকায়; যা ডলারে ২.৫০ হয়। এমন কম দাম আর সহজলভ্যতা লাগামহীনভাবে ছুটে গ্রাস করে নিচ্ছে তারুণ্যের জীবনীশক্তি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে এই মরণঘাতী।

অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, বাংলাদেশে প্রতিবছরই তামাকে করারোপ করা হচ্ছে তাতে প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না কেনো? আসলে তামাকপণ্যের ওপর করারোপ করা হয় এটা সত্য, তবে ব্যবস্থাটি ত্রুটিপূর্ণ। যেটুকু করারোপ করা হয়ে থাকে, তা কোনোভাবেই তামাকপণ্যে নিরুৎসাহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আবার বহু স্তরভিত্তিক যে কর কাঠামো রয়েছে সেটা পুরোটাই কোম্পানির অনুকূলে। ফলে সরকার রাজস্ব হারানোর পাশাপাশি কোম্পানিকেই সুবিধা করে দিচ্ছে। আবার প্রতি বছর মানুষের ক্রয় সামর্থ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে অনুপাতে সিগারেটের দাম বৃদ্ধি হয় না। ফলে সেটা সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাবও ফেলে না। তাই সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে তামাক মুক্ত করার যে স্বপ্ন দেখেন তা বাস্তবায়নের জন্য আসন্ন বাজেটেই সব ধরনের তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করতে হবে।

লেখক : ইব্রাহীম খলিল, প্রকল্প কর্মকর্তা, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় পাতা ফিরে যান